৩

পথ চেয়ে যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে,
আজ তোমায় আমায় প্রাণের বঁধু
বসব যে এক সাথে।
পড়ে' তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে রচবে মায়া,
নীরব হয়ে রইব বসে
হাত রেখে ঐ হাতে।

এরা সবাই কি বলে গো
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল তোমার
কি মাধুরীর ভার।
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখবে আজি আড়াল করে',
তোমার আঁখি রইবে চেয়ে
আমার বেদনাতে ॥

৯ ভাদ্র, সুরুল।

৪

আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে।
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে।

৯ ভাদ্র, সুরুল।

৫

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা,
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।
এতদিন যে তোমার মনে
কি ছিল গো সঙ্গোপনে,
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব কোরো না গো
ঐ যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
রয়েছে কান পাতি'।
বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা ॥

১২ ভাদ্র, সুরুল।

৬

আগুনের পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য কর
দহন দানে।
আমার এই দেহখানি
তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের
প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে ॥

আঁধারের গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা
নব নব।

নয়নের দৃষ্টি হতে
ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায়
দেখবে আলো,
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে
ঊর্দ্ধ-পানে ॥

১২ ভাদ্র, সুরুল।

৭

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে' নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আসচে জীবন-মাঝে,
ও যে আসচে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার ॥

১১ ভাদ্র, সুরুল।

৮

ঐ যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।
এরি গোপন হৃদয়-পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে যে
একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।
দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায় সুধায় ভরা ॥

১৬ ভাদ্র সন্ধ্যা, সুরুল।

৯

যে থাকে থাকুনা দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।
যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম যায়রে ডাকি',
একা তুই চলে যা রে।
কুঁড়ি চায় আধার রাতি
শিশিরের রসে মাতি'।
ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তার আলোর তৃষা
কাঁদে সে অন্ধকারে ॥

১৭ ভাদ্র সকাল, সুরুল।

১০

শুধু তোমার বাণী নয় গো,
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে' মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা কিছু সঞ্চয়।